গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে অভিযান, ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরী, সংরক্ষণ ও বিক্রির অভিযোগে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের সত্বাধিকারী রাশেদুল ইসলামকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ৫০ কেজি পঁচা মিষ্টি ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৫ মে) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারি অফিসার মশী উর রহমান, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, দোকানের পণ্যের গায়ে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, দৃশ্যমান স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা এবং অবৈধ প্রক্রিয়ায় দই, মিষ্টি তৈরি, সংরক্ষণ ও বিপননের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯-এর ৩৭ ও ৩৯ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা আরোপ এবং আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারে একই অভিযোগে এর আগে জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের অভিযানে একাধিকবার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। প্রতিবারই তাকে নিয়মনীতি ও পরিস্কার পরিছন্ন উপায়ে মিষ্টি ও দই তৈরী সংরক্ষণ ও বিপননের নির্দেশনা দিলেও নিয়মনীতি পালন করেন না তিনি।

আলমডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে পৌর এলাকার আলিফ উদ্দিন মোড়ে মেসার্স আলতায়েবা স্টোর ও মেসার্স জামিল স্টোরে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য দ্রব্যসহ নকল মালামাল বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে আলিফ উদ্দিন মোড়ের মেসার্স আলতায়েবা স্টোরে বিদেশী নকল সিগারেট ও মেয়াদোত্তীর্ণ শিশুখাদ্য পাওয়া গেলে স্টোর মালিক হায়দার আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময় মেসার্স জামিল স্টোরের মালিক সালাউদ্দিনের প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ কেক ও কসমেটিকস থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে নকল সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল ধ্বংস করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল।

গাংনীতে অনুমোদনহীন ফুড এন্ড

বেভারেজ কারখানাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যতিত আইসক্রিম, ললিপপ, আইস ড্রিংকস তৈরি করার অপরাধে আইকন ফুড এন্ড বেভারেজের মালিককে ৫০হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মো: মশিউর রহমান, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম অংশ নেন।

সজল আহমেদ জানান, মেসার্স আইকন ফুড এন্ড বেভারেজ নামক একটি আইসক্রিম, আইস ললি ও আইস ড্রিংকস তৈরিকারি প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে দেখা যায় যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যাতিত বিভিন্ন নিম্নমানের অননুমোদিত কৃত্রিম রঙ, ফ্লেভার, কেমিক্যাল ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার আইসক্রিম ও আইস ললি, হাই স্পিড, সেভেন আপ, রোবো, রোবোটসহ নানা নামে তৈরি হচ্ছে এসব পণ্য ড্রিংকস পানীয়। কেমিক্যাল ব্যবহার করলেও নেই কোন কেমিস্ট বা ল্যাব। উৎপাদিত এসব পণ্যের মানা হচ্ছেনা কোন মোড়কীকরণ বিধি। অননুমোদিত ক্ষতিকর রঙ ও ফ্লেভার দিয়ে অস্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি বাচ্চাদের প্রিয় এসব পণ্য ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

তিনি আরও জানান, প্রচন্ড তাপদাহ ও গরমে এসব পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা এবং এসব পণ্য মেহেরপুরের হাড়াভাংগা গ্রামে তৈরি হলেও মোড়কজাত ও বাজারজাত করা হচ্ছে ঢাকা- বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ-বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা-বাংলাদেশ, বি-বাড়িয়া বাংলাদেশ, টংগী, গাজিপুরসহ বিভিন্ন এলাকার নাম লেখা প্যাকেট সমূহে।

এ সমস্ত অপরাধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: লিখন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪২ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

।

আদালতে মামলা চলমান পুলিশ পাহারায় মাছ ছাড়ছে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি

আদালতে মামলা চলমান থাকলেও বাওড় দখলে নিয়ে পুলিশ পাহারায় মাছ ছেড়েছেন ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির সভাপতি / সম্পাদক। রবিবার সকালে কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড়ে মাছ ছাড়েন তারা। এতে করে আরো একটি বাওড় হারালেন ওই বাওড় পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মানুষেরা। জেলা থেকে ইজারা হয়েছে।

মামলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ইজারা নিয়ে সমস্যা নাই বললেন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৪ টি বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে বলুহর বাওড়,জয়দিয়া বাওড়,কুশনা বাওড় ও জগদীশপুর বাওড়। গেল বছর বলুহর ও জয়দিয়া বাওড় পাড়ের সহস্রাধিক হালদার সম্প্রদায়ের মানুষের হাত ছাড়া হয় বাওড় দুইটি। কর্মহীন হয়ে পড়েন তারা। অনেক আন্দোলন করে বাওড় ফিরে না পেয়ে তারা এখন মানবেতার জীবন যাবন করছেন। এ বছর হাতছাড়া হল কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড়টি। এতে করে এই বাওড় পাড়ের ৫০ টি পরিবার হারালেন বাপ দাদার রেখে যাওয়া পেশাটি।

গেল ২৫-০৩-২৪ তারিখে জগদীশপুর বাওড়ের সভাপতি গোপাল হালদার বাদী হয়ে জেলা প্রশাসকসহ ৬ জনকে বিবাদী করে বিজ্ঞ কোটচাঁদপুর সহকারী জজ আদালতে ঝিনাইদহে মামলা করেন। এরপরও রবিবার বাওড়টি দখলে নিয়ে পুলিশ পাহারায় বাওড়ে মাছ ছাড়েন,একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত হালদার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির,এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি

খন্দকার দবির হোসেন,কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরাঙ্গ হরি, শামীম হোসেন ও সহ উপপরিদর্শক (এএসআই) আজম হোসেনও সলেমানপুর ওয়ার্কফো স্ট্রেটের মোতুয়ালী নজরুল ইসলাম।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি গোপাল হালদার বলেন,আশাননগর আর কুল্লাগাছা দুই মৌজায় এ বাওড়টি। বাপ দাদার আমল থেকে এ বাওড় পাড়ে আমরা বসবাস করে আসছি।বাওড়ের মৎস্য আহরন,আর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন বাওড় পাড়ের ৫০ টি পরিবার।

এরমধ্যে ৪০ জনকে নিয়ে গঠিত জগদীশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড। যার মাধ্যমে আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে বাওড়টি ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করে আসছি। ৩০ শে চৈত্র(ইংরেজি ১৩-০৪-২০২৪) সাল পর্যন্ত আমাদের সমিতির ইজারার মেয়াদ ছিল।

শনিবার সকালে বাওড় পাড়ে লাল পতাকা উড়িয়ে বাওড়টি দখল নেন,কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যান সমিতির সভাপতি। অথচ বলছেন,একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। আর তিনি যে নামে সমিতির ইরাজার নিয়েছেন,সেটা অবৈধ। ইজারা নিতে হলে অবশ্যই তাঁর সমবায় সমিতির লাইসেন্স থাকতে হবে।

গোপাল হালদার বলেন, আমি ইউএনও ম্যাডামের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন,তারা কোন কাগজ উনাকে দেননি। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাঙ্গীর নায়েব শরিফুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে একাধিক বার যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো বলেন, আমরা বাওড় পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের পেশা একটাই। এই বাওড় কেড়ে নিলে আমাদের মরন ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না।

তিনি নিরুপায় হয়ে গেল ২৫-০৩-২৪ তারিখে বাদী হয়ে জেলা প্রশাসক সহ ৬ জনকে বিবাদী করে আদালতে মামলা করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত কুমার

মন্ডল বলেন,সমিতি দুইটি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে কোটচাঁদপুর মংস্যজীবি সমবায় সমিতি আর অন্যটি একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। যার নামে জগদীশপুর বাওড়ের ইজারা নেয়া। আর অন্যটি দিয়ে বলুহর বাওড় নেয়া হয়েছে। তবে তিনি একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যাণ সমিতির নামটি অস্বীকার করে বলেন, আমাদের লাইসেন্স দিয়েছেন সমবায় অফিস।

তিনি বলেন, আমার সমিতির আমি সভাপতি আর বিশ্বজিত হালদার সাধারণ সম্পাদক। ২১ জন নিয়ে এই সমিতি বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,শীতল হালদারের লোকজন বাওড়টি পেয়েছেন শুনেছি। তবে এর বৈধ্য কোন কাগজপত্র তারা আমাকে দেননি। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,আইন শৃঙ্গলা অবনতি হতে পারে, এ আশংকায় গোপাল হালদার ও রাজিবুল কবির পুলিশ চেয়েছিল। এ ছাড়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যেখানে আইন শৃংখলা অবনতি হবার আশংকা করা হচ্ছে, সেখানে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, জেলা থেকে ইজারা হয়েছে। মামলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ইজারা নিয়ে সমস্যা নাই। তবে তিনি ইজারার বৈধ কাগজপত্র হাতে পেয়েছেন কিনা তা জানান গণমাধ্যম কর্মীদেরকে।

দামুড়হুদার কাঁঠালতলায় দোকানের টিন কেটে চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামকস্থানে ভাংড়ির দোকানের টিন কেটে বিভিন্ন মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই চুরির ঘটনায় বাজারের দোকান মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছে। চুরির ঘটনায় দোকানের মালিক হাসান বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা এ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে

হাসান আলি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ কাঁঠালতলা মসজিদের পাশ্বে ভাংড়ির ব্যবসা করে আসছে। ঈদুল ফিতরের জন্য দুদিন দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা দোকান ঘরের পিছনের টিন কেটে তামা, লোহা, কাসা, সিলভার, এ্যালমোনিয়াম, মাথার চুল ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। চোরের দল চুরি করা মালামাল দোকানের অদূরে একটি বাগানে সেট করে। এমন আলামত পাওয়া যায় বাগানে। হাসান আলির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন। এই চুরির ঘটনায় কাঁঠালতলা দোকানের মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছেন।

দোকানের মালিক হাসান আলি বলেন, আমি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ ব্যবসা করে আসছি এমন ঘটনা এতদিন ঘটেনি। এই বাজারে সব থেকে বেশি টাকা দিই নাইটগার্ডের। তারপরও এমন ঘটনা ঘটলো। গতরাতে আমার দোকান কেটে দামি সব জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। এতে আমার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই ইউসুফ বলেন,এই চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দর্শনা কেরুজ সবুজ সংগঠনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ সংগঠনের উদ্দগে সংগঠন কার্যলয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় কেরুজ সবুজ সংগঠন কার্যলয়ে কেরুর শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়।উক্ত দোয়া মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সবুজ সংগঠনের কর্নধর ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ বলেন,শ্রমিকদের স্বার্থে সব সময় পাশে আছি থাকবো। আগামী নির্বাচনে আপনারা পাশে থেকে আপনাদের যত প্রকার সুযোগ সুবিধা আছে তা বুজিয়ে দেব।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহ সভাপতি রেজাউল ইসলাম,সহ সাধারন সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম,সদস্য ডাবলু, লোমান, হারিজুল ইসলাম,নুর ইসলাম,ড্রাইভার ইসমাইল, বকুল,মানিক,জহুরুল, রফিকুল ইসলাম ববি,মিরাজ,তোফাজ্জেল হোসেন তপু,মিল্লাত, সিডিএ বাবু,শাওন,এ ইফতার মাহফিলের দোয়া পরিচালনা করেন,কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম,সামসুজোহা,অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন, রাসেল উদ্দিন টগর।

গাংনীতে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড

গাংনী উপজেলা শহরে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে ১৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

দামের ভাউচার দেখাতে না পারা ও মুল্য তালিকার সাথে চালানের মিল না থাকায় তরমুজ ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলামকে ৪ হাজার, মনিরুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা ও মাত্রাতিরিক্ত দাম নেওয়ার অপরাধে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জাশেদুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৯ ধারায় এই তিন ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড করা হয়েছে।
এছাড়া গোস্তের দোকানগুলিতে সতর্কতামুল অভিযান চালানো হয়েছে। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযানকে সহায়তা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ৪টি প্রতিষ্ঠান মালিককে ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় আসন্ন ঈদুল ফিতরের ঈদ কে সামনে রেখে অনেক বিপনি বিতান গুলোতে বেচাকেনায় যেন অসাধু উপায় অবলম্বন করছে ব্যবসায়িরা। এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের রুখতে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গায় চারটি দোকানে ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার দিকে চুয়াডাঙ্গার নিউমার্কেট, প্রিন্স প্লাজা ও কবরী রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার নিউ মার্কেটে অভিযানে মেসার্স হৃদয় ফ্যাশান নামক প্রতিষ্ঠান তদারকিকালে নির্ধারিত লাভের চেয়ে অতিরিক্ত লাভে বিভিন্ন কাপড় বিক্রয় ও পণ্যের ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে মালিক আকতার হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ও ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপর মেসার্স আজিজ বস্ত্রালয় এর মালিক আজিজ মাকসুদকে নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত লাভে বিভিন্ন জামা-কাপড় বিক্রয়ের অপরাধে ৪০ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে প্রিন্স প্লাজা মার্কেটে মেসার্স স্টাইল ওয়ান প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ৭৫০ টাকা মুল্যের একটি শার্টে ২ হাজার ৮৫০ টাকা প্রাইস ট্যাগ লাগানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৭৫০ টাকা

দিয়ে ক্রয় করা শার্টে ২ হাজার ১০০ টাকা লাভ রাখা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার একেএম আলিমুজ্জামানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। কবরী রোডে মেসার্স ভাই ভাই ফুসকা হাউসকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ করে বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের শেষ পর্বে চুয়াডাঙ্গার খন্দকার, মিঠাইবাড়ি, সাম্পানসহ মিষ্টির প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঈদে কোন প্রকার শর্ত দিয়ে পণ্য বিক্রয় ও মুল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করা হয় । অভিযানটি সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। এ অভিযান অব্যহত থাকতে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সভা

ঝিনাইদহের টিসিবি’র বিভিন্ন ডিলারদের হয়রানি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকার টিসিবি’র কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার মেসার্স আফজাল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন, মেসার্স ৭১ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খসরুজ্জামান বাবু, মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খায়রুল ইসলাম টিটন, মেসার্স আফতাব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফতাব হোসেনসহ ১০২ জন ডিলার অংশ গ্রহন করেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী ওয়াজেদ আলী, শিমুল এন্টারপ্রাইজের

স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাদল ও শামীম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী শামীম হোসেনের যোগসাজসে অন্যান্য ডিলারদের পণ্য জোরপূর্বক নিয়ে ক্রয়- বিক্রয় করে থাকে। ডিলাররা তাদের পণ্য দিতে না চাইলে ওই ৩ ডিলারের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন যার যার পণ্য তাকেই বিক্রির নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে ওই তিন ডিলার উল্টো টিসিবি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দপ্তরে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করে যাচ্ছে।

এদিকে জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী হামদহ এলাকার ওয়াজেদ আলী সরকারী নিয়ম কানুন না মেনে টিসিবি’র পণ্য অবৈধভাবে বিক্রয় করে নগদ অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ওয়াজেদ সরকারদলীয় নেতা ও সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য ডিলারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ও জিম্মি করে অবৈধভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে চাই অন্যান্য সকল ডিলাররা।

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড়ের বাজার কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে প্রতিদিনই বাড়ছে বেচাকেনা। শুধু পাইকারি নয়, এই হাটে খুচরাও বিক্রি বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানগুলোতে বেচাবিক্রি চলে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসিয়েছে দোকানিরা। ফলে ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাজার।

জানা যায়, প্রায় অর্ধ শতাধিক বছর আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে গড়ে ওঠে পাইকারি কাপড়ের হাট। সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর এই তিনদিন এখানে হাট বসে।

দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এই হাটে কাপড় কিনতে আসেন। এছাড়া পাইকারি বাজার হওয়ায় আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরাও আসেন এখানে। এই হাটে গজ কাপড়, থান কাপড়, পাঞ্জাবির কাপড়, থ্রিপিচ, শাড়ি, সুতির কাপড়, জাকাতের কাপড়, মশারি, কোর্ট, প্যান্ট ও শার্টের পিচ, লুঙ্গি, রেডিমেট পোশাক পাওয়া যায়। সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পোড়াদহ কাপড়ের হাট বসে। এই হাটে প্রায় ২ হাজার দোকান আছে।
যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে প্রায় ১৫-২০ হাজার লোকের।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম এই পাইকারি পোশাকের বাজার পোড়াদহের কাপড়ের হাট। ঈদকে সামনে রেখে দেশের হাজার হাজার পাইকাররা শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা, বেডশিট, থ্রিপিস, টুপিস, প্যান্ট-শার্ট পিসসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি পোশাক কিনতে ছুটে আসেন এই হাটে।

নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পাশাপাশি দাম কম হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন তারা। সুলভ মূল্যে এ সকল পণ্য কিনতে পেরে খুশি পাইকার ও সাধারণ ক্রেতারা।

বর্তমানে এই হাটে পাইকারি হিসেবে থ্রিপিস বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ হাজার টাকা, লুঙ্গি ১৮০ থেকে ৭০০ টাকা, শাড়ি ৩৫০ থেকে ২০০০ টাকা এবং পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত।

এছাড়াও অন্যান্য পণ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকা বিক্রির আশা করছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা।

পোড়াদহ বাজারের সবচেয়ে বড় শাড়ি, থ্রিপিস, শার্ট পিস, পাঞ্জাবির মোকাম অঙ্গশোভায় গিয়ে দেখা গেছে, দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান থেকে ঈদের কেনাকাটা করতে আসা বিপুল হোসেন বলেন, ‘পোড়াদহ কাপড়ের হাটে কেনাকাটা করার মজাই আলাদা। আমি প্রতিবছর পরিবারের জন্য এখান থেকেই কেনাকাটা করি।’

জাকাতের কাপড় কিনতে আসা ইয়াসিন আলী বলেন, ‘দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় আমি এখান থেকে কাপড় কিনি।’

মেহেরপুর থেকে আসা পাইকারি কাপড় ব্যবসায়ী সাব্বির ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখান থেকে পাইকারি কাপড় কিনি। কম দামে বেশ ভালো কাপড়

পাওয়া যায়।’ তিনি বলেন, এই হাট থেকে আমি বিভিন্ন আইটেমের থ্রি-পিসসহ অন্যান্য কাপড়চোপড় কিনেছি। এলাকায় আমার দোকান আছে, সেখানে এগুলো বিক্রি করবো। ভালোই লাভ হয়।

সেতু গার্মেন্টসের মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘হাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো হাওয়ায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে কাপড় কিনতে আসেন।’

হাটে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা এই হাটে ঈদের মার্কেট করতে এসেছি। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গিয়ে কাপড় দেখছি। যেটা ভালো লাগে সেটা কিনবো। তবে তুলনামূলক মোটামুটি সকল কাপড় সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

কেনাকাটা করতে আসা আফরোজা খাতুন বলেন, শুনেছি পোড়াদহ হাটে কম দামের কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা এখানে আসি কম দামে কাপড় কেনার জন্য। এখানে অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটির কাপড়ও বিক্রি হয়।

কাপড়ের হাটের ব্যবসায়ী ছালেহা বস্ত্র বিতানের স্বত্বাধিকারী মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, রমজানের অর্ধেকের বেশি চলে গেলেও বেচাকেনা বেশ ভালোই হচ্ছে। পোড়াদহ কাপড়ের হাটটি পাইকারি মার্কেট। যার কারণে এক দামে কেনা-বেচা হয়। তাতে ক্রেতাদের ঠকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ জন্য উৎসব মুখরভাবে ম্যাক্সিমাম যারা ক্রেতা, তারা সরাসরি হাটে চলে আসে।

পোড়াদহ কাপড়ের হাট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনি খা বলেন, এই হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। দেশের দূরদূরান্ত জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা করতে আসে। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি তাকার কাপড় বিক্রি হবে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আব্দুল খালেক বলেন, ‘পোড়াদহ হাটে পুলিশের টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।’